দৈনিক বাংলা

CC5

তারিখ ... 5.8.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 4.

জনমত

শিক্ষক ও শিক্ষকতা

কিছুদিন আগে শিক্ষক ও শিক্ষকতার নানা দিক নিয়ে পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। বলাবাহুল্য, বাকবিতন্ডা ও বাদানুবাদের অধিকাংশই ব্যক্তিক ঈর্ষা ও ক্ষোভে যতটা ঝাঝালো বক্তব্যের নিরপেক্ষতায় ততটা বিশুদ্ধ নয়। জানা না আমাদের দৃষ্টি এতটা ক্রূর ও এতটা একপেশে হয় কেন। এ প্রসঙ্গে গত ২৬-৫-৮৩-তে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের উপসম্পাদকীয় কলামটি স্মর্তব্য। কলামিস্ট দীর্ঘ পরিসরে পুরস্কৃতব্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের বাছাই পদ্ধতি ও অন্যান্য দিক আলোচনার অনুষঙ্গে এদেশের শিক্ষক, শিক্ষকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, শিক্ষার মান—এসব নানা বিষয়ের খুঁটিনাটি বিচার করতে চেয়েছেন। বক্তব্যের শুরুটি নিঃসন্দেহ জোরালো। তবে বক্তব্য বিষয় ব্যক্তি হিংসার প্রাবল্যে উত্তপ্ত এবং অর্থহীন ক্ষোভ ও অভিমানে ক্ষুব্ধ। কিছু শিক্ষকের চারিত্রিক স্খলন ও বিপথগামীতার দুর্লক্ষণে তিনি গোটা শিক্ষক সম্প্রদায়কে বিদ্যের দোকানদার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'শিক্ষকের একটা অংশ কোনক্রমে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটিয়ে বাড়তি আয়ের ফিকিরে লেগে যান।' 'বেশীর ভাগ শিক্ষকই দৈনিক আধ ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা করে সপ্তাহে তিনদিন পড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়পড়তা গরশ পাঁচশ টাকা গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষকদের দেয় সুযোগ সুবিধা অন্য কোন পেশাজীবীর চেয়েই তুচ্ছ নয়।' 'তিন মাস ক্লাস নিয়ে বারো মাসের বেতন এ সুযোগ শিক্ষক ছাড়া অন্য কারো নেই। এর পরও শিক্ষার মান দিন দিন কমছে অকৃতকার্যের সংখ্যা বাড়ছে।' —এসব উক্তি বিভ্রান্তিকর। যিনি ট্যুশানি করেন তিনি ভালো শিক্ষক নন বা ঠিকমতো ক্লাস নেন না এমন কথা ঠিক নয়। দ্বিতীয় মন্তব্যটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এর 'বেশীর ভাগ শিক্ষক' কথাটি অতিরঞ্জিত। শিক্ষকগণ 'তিন মাস ক্লাস নিয়ে বারো মাসের বেতন' পান কথাটা ডাহা মিথ্যে এবং অজ্ঞনতার ফল। সর্বশেষ সরকারী নির্দেশে 'বছরে কম করে হলেও ৭ মাস ক্লাস নিতে বলা হয়েছে। আগে ক্লাসের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র শিক্ষকের চিত্তবিনোদন ও চিত্তবিকাশের বিষয়টিও ভেবে দেখতে হয়। কেননা, একঘেয়ে শিক্ষা মানসিক বৈকল্যের বাহন। তাই সবদেশেই স্কুল কলেজের জন্যে বাড়তি ছুটি ছাটার ব্যবস্থা আছে। এতে শ্যোন দৃষ্টি দেয়ার কি আছে? আর ছুটির মাত্রা বেশী হলেই একজন শিক্ষক ছুটির অবসরে কি এমন ফায়দা লুটে নিতে পারেন? ক'জন শিক্ষক এর বদৌলতে টাকা-পয়সায় কিংবা বিত্ত-বেসাতে ধনকুবের হতে পেরেছেন? বরং বলা চলে এদেশের শিক্ষকগণ আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশী বিধ্বস্ত এবং সুবিধা প্রাপ্তির দিক দিয়ে কোনঠাসা। এটা বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন। অন্য কোন দেশের শিক্ষককে বোধহয় তেল-নুন-লাকড়ি কিংবা বাজারের থলেটির সঙ্গে এমন নির্লজ্জ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয় না।

দু চারজন ভন্ড ও অর্থ লিপ্সুদের দেখে গোটা শিক্ষক সমাজের মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। সাংবাদিক হেইলডেম্যান হিটলারের ডায়েরী নকল করে কুখ্যাত হয়েছেন বলে সব সাংবাদিকই নকলবাজ নন। জ্যাক এ্যান্ডারসন কিংবা সালাম আলীর মত সাংবাদিকেরাও পাশাপাশি রয়েছেন। শহীদ অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীনের মতো শিক্ষক অনেকেই আছেন যাঁরা সুনীতি ও সত্যাদর্শের ধারক এবং তা রক্ষায় তাঁরা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। এদের সংখ্যা নগন্য নয়।

১-৬-৮৩ তারিখে প্রচারিত টিভির 'এ বাড়ি-ও বাড়ি' অনুষ্ঠানে জনৈক ডক্টরও (সম্ভবত ডঃ শামসুল হক) বলদীপ্ত কন্ঠে শিক্ষকদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আলোচনা শুনে মনে হয়েছে তিনি বুঝি কোনকালেই শিক্ষকের দ্বারস্থ হননি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। তিনি শিক্ষকদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছেন।

একই তারিখে সুলেখক 'দর্শক' এ 'সেরা শিক্ষকের পুরস্কার' শীর্ষক ক্ষুদ্রকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে 'দৈনিক বাংলার উপ সম্পাদকীয় কলামে। তিনি শিক্ষকদের বর্তমান মরণ দশার মর্মন্তুদ চিত্রটি তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। তা যুক্তিনিষ্ঠ, রসালো এবং নিরপেক্ষ। তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ সমাজে শিক্ষকগণ বড় অসহায়। দুর্বলকে ঘা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন না। তাতে বৈনাশিক উল্লাস থাকতে পারে, তবে গৌরবের দীপ্তি নেই।

—কালাম মাহমুদ,
প্রভাষক/বাঙলা বিভাগ,
সিলেট সরকারী কলেজ,
সিলেট।